মনের গভীরে লেখা...

আমার আর ভালো লাগছে না কাকু। কতদিন স্কুলে যাই না। বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হচ্ছে না। কার্টুন দেখা, ছবি আঁকা, পার্কে খেলতে যাওয়া সব বন্ধ। এখন খালি, কিছু কাকু, জেঠু হুড়মুড় করে এসে কিছু ছবি তোলে, নানা কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সে ছবিতে আমার মুখ দেখা যায় না। মা-বাবা বলে মুখ দেখা গেলে আমার নাকি ক্ষতি হবে। বাবা-মাও এখন আমাকে আর বেশি সময় দিতে পারে না। তাদের এখন কত কাজ। কাগজে আর টিভিতে স্কুলগেটের সামনের ভিড়ে বাবা-মাকে দেখি। ভিড়ের লোকগুলো হাত-পা নেড়ে চিৎকার করছে। বাবা-মাও তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। কখনওবা তারা ব্যস্ত রিপোর্টার আর পুলিশকাকুদের সঙ্গে কথা বলতে। এখন শুধু আমার জন্যই তাদের সময় কম। দিনভোর বাড়িতে নানারকম লোক, এদের আমি কোনদিন দেখিনি। সবাই আমি কেমন আছি, আমার কতটা ক্ষতি হয়েছে, এসব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছে। যতবার ওরা জানতে চাই, যতবার বাবা-মা এই ঘটনার কথা বলে, ততবার আমার মনে ঐ দুষ্টুলোকগুলোর মুখ ভেসে ওঠে। আমি আর পারছি না কাকু !

বাবা-মার কাছে শুনেছি দুষ্টু লোকদুটোকে পুলিশ ধরেছে। পুলিশকাকুরা নাকি ওদের শাস্তি দেবে। তাহলে এখনও আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ কেন ? কতদিন এভাবে বাড়িতে বসে থাকবো ? কমিক্স-এও দেখি, কার্টুনেও দেখি, দিদার কাছ থেকে শোনা রূপকথার গল্পেও শুনেছি ভাল-খারাপ সবরকম মানুষ নিয়েই পৃথিবী, দুষ্টুলোকেদের ভয়ে যদি বাইরে না বেরোই তাহলে ভয়টা কাটবে কেমন করে ? কাকু, জেঠু সবাইকেই জিজ্ঞেস করছি, কবে খুলবে স্কুল, কেউ কোন জবাব দেয় না। কাকু আমি আগের মত হতে চাই।

এখন আমার নিচের পার্কে খেলতে যাওয়াও বন্ধ। নিচের ফ্ল্যাটের অঙ্কিতরা সেদিন খেলতে ডাকলো, বাড়ি থেকে যেতে দিল না। বললো, বিপদ হবে। কিসের বিপদ, কি বিপদ কিছুই বুঝি না। শুনছি অনেক কাকু বলছেন, মেয়েদের স্কুলে আর কোন পুরুষ শিক্ষক চলবে না। মেয়েদের বিপদ হতে পারে। ছেলে টিচাররা সবাই খারাপ হবে কেন ? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। আমার বন্ধু বনানী সাঁতার শেখে, বনানীর মুখে সবসময় ওর সাঁতারের স্যারের গল্প। ওদের বাড়িতে মাঝেমাঝেই আসে। দারুণ মজার লোক। অনেক গল্প জানেন। বনানীর মা মৃদুলা আন্টি বললো, ঐ স্যর নাকি একবার বনানীকে জলে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন। আমাদের স্কুলের শৈলেশ স্যরও দারুন লোক। বাস্কেটবল খেলা শেখায়। আমিও একটু উঁচু ক্লাসে উঠলে ওর কাছ থেকে বাস্কেটবল শিখবো। কিন্তু তা বোধহয় আর হবে না। ওরা তো বলছে, কোন ছেলে টিচারই আর থাকবে না। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে কতবার তো আছাড় খাই। কিন্তু তা বলে চলা বন্ধ করে দিলে স্কুলেই বা যাব কেমন করে আর খেলতেই বা যাব কেমন করে ? কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না কাকু !

আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। বাবা-মা সেদিন বলাবলি করছিল, এবার নাকি সব স্কুলের গেটেই বাবা-মায়েরা জড়ো হয়ে বসে পড়বেন। তাহলে তো সব স্কুলই বন্ধ হয়ে যাবে। আমি একটা ছোট মানুষ কদিন স্কুলে যেতে না পেয়ে হাঁফিয়ে উঠছি। আমার মত অনেক ছোটদের যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে মোটেই অবস্থা ভাল দাঁড়াবে না. মনে হয় বাবা-মায়েরাও আর এটা বেশিদিন চালাতে পারবেন না। কারণ ওরা সবসময় বলেন, স্কুল বেশি ছুটি আর বন্ধ থাকলে ছোটদেরই ক্ষতি। আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে দু-দলের মধ্যে একটা ঝগড়া না লেগে যায় ! এখন বাবা-মা, অ্যান্টি আর কাকুরা স্কুলের গেটের সামনে গিয়ে চেচাঁমেচি করছেন, এবার যদি স্কুলের দিদিমনিরাও আর ছাত্ররাও তাদের পড়াশোনা নষ্ট হচ্ছে বলে পাঁচিলের ওপাশ থেকে চিৎকার করতে শুরু করেন তাহলে তো খুব খারাপ ব্যাপার হবে। শুনলাম, এমন নাকি শুরুও হয়ে গেছে। তাহলে তো দু-দলের মারামারি লেগে যাবে। আমার ঘটনাটা আর দুষ্টুদের সাজা দেবার কথা লোকে ভুলে যাবে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিটাই বড় হয়ে উঠবে। খুব খারাপ লাগছিল। আমি জানি, ছোটদের পড়াশোনা বন্ধ হলে শেষ অবধি বাবামায়েরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। তাহলে বড়রা কেন এমন করছে কাকু !

দুটো দুষ্টু লোক খারাপ কাজ করেছে। তাদের সাজা দিতেই হবে। রূপকথার বইতে পড়েছি, সাজার আগে দোষীদের বিচার হয়। আরা যারা বিচারক তাদের ওপর ভরসাটা রাখতেই হবে। নাহলে তো কোন বিচারই কেউ মানবে না। আর সুবিধা হবে দুষ্টু লোকদের। গল্পতে দেখেছি বিচার শেষ হবার পর শাস্তি হয়। কাকু, জেঠু, আন্টি, দিদি তোমাদের সবার কাছে বলছি তোমরা বিচারটা শেষ করতে দাও। তাতে দেরি করিয়ে দিলে আমার কষ্ট তো আরও বাড়বে। একটু বোঝো কাকু !

সেদিন বাড়িতে তপনকাকু এসেছিল, বাবার বন্ধু, প্রায়ই আসে। ছবি তোলে। কাগজে সেই ছবি বেরোয়। আমিও দেখেছি। বাবার সঙ্গে ওর যা কথা হচ্ছিল তা বুঝিনি। যা মনে আছে তা হল, তপনকাকু বাবাকে বলছিল, ওর মনে একটা ভয় তৈরি হয়েছে। এই ভয়টা ভোলানোই এখন আসল কাজ। কিন্তু খবরের কাগজ চায় উত্তেজনার খোরাক। নতুন কোন ঘটনা পেলে ওরা এই ব্যাপারটা ভুলে যাবে। তাদের পিছনে দৌড়ে তাই কোন লাভ নেই। এইসব আন্দোলন আর প্রতিবাদের দাপটে ব্যবস্থা গ্রহণ আর শাস্তি দেওয়ার কাজটা পিছিয়ে যায়। যে ভুলে এমন ঘটনা ঘটলো সেটাও ঠিক করা যায় না। স্কুলের গেটে অবস্থান, বিক্ষোভ, বিবৃতি, পথ অবরোধের বদলে পারলে ওকে নিয়ে বেরিয়ে আয় কোথাও। ওর সঙ্গে আরও বেশি করে যাক। আমিও ঠিক এমনই চাইছি কাকু।

আর একটা কথাও বাবা-মাকে বলেছিল তপনকাকু। আমি ঠিক বুঝিনি। ছেলেদের স্কুলে ছেলে টিচার, মেয়েদের স্কুলে মেয়ে টিচার দিতে হবে বলে কারা নাকি বলছে। এ হয় নাকি ? আমরা কি তালিবানদের দেশে বাস করছি নাকি। তাহলে তো মেয়েদের স্কুলে পাঠানোই বন্ধ করতে হবে। তুই কি তাই করতে চাস ? বাবা-মা ওর কথার কোন জবাব দিতে পারেনি। তালিবান কথাটার মানে জানি না। তবে আমারও এই কথাটা খুব ভাল লেগেছে। আমি স্কুলে যেতে চাই কাকু, জেঠু, আন্টি, দাদাদিদিরা। তোমরা শুধু তা যেন আমার খুশি হওয়ার মত একটা জায়গা হয়ে উঠতে পারে। তোমরা তাকে করে দাওনা কাকু।